দেশ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৬ আষাঢ় ১৪২৩
Dhaka : Thursday 30 June 2016

তথ্যপ্রযুক্তি

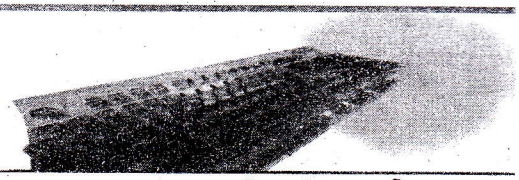

সুশাসন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে আইসিটি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বনমালী ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব। তিনি গত ৬ মার্চ ২০১৬ মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর এবং দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বনমালী ভৌমিক জানান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দেশের ২০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করেছে। এই ল্যাবের নাম হবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব।

সুশাসন হচ্ছে একটি নব্য সংস্কৃতি। ১৯৮৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক সর্বপ্রথম সুশাসন শব্দটি ব্যবহার করে। মূলত সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর সরকার ব্যবস্থা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এই জন্য বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং ৩১ জুলাই, ২০১৩ প্রতিষ্ঠা করেছে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।' এই বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে লিখেছেন

মো. ওয়ালিয়ার রহমান

ই-গর্ভনেন্স-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল ছাড়া ই-গর্ভনেন্স-এর মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই জন্য দরকার সরকারে বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে জনগণকে এর সেবা দিতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হলে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে হবে। আমার মনে হয় বর্তমান সরকার এই দুটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যে সরকারের ই-সেবা এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। এখন ঘরে বসেই অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজকর্ম এবং সরকারি সেবা পাচ্ছেন। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন এখন আর স্বপ্ন নয়-বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান; রক্ষণাবেক্ষণ; বাস্তবায়ন; সম্প্রসারণ মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই, ২০১৩ 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' গঠন করা হয়। এই বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে– জনগণের দোরগোড়ায় ই-সার্ভিস সেবার মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন ও টেকসই উন্নতি নিশ্চিতকরণ। উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক্স যোগাযোগ, ই-সরকার, দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি মানবসম্পদ উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তিগত নিত্যনতুন ধারণা বাস্তবায়ন, কার্যকর সমন্বয়সাধন, প্রযুক্তিগত ধারণা সকলের মাঝে বিস্তার নিশ্চিতকরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং আকর্ষনীয় তথ্য প্রযুক্তি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা। 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে-১) দেশের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক্স সংযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। ২) সারা দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যথাযথ অবকাঠামো সৃষ্টি করা। ৩) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন। ৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো হতে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য কার্যকর রক্ষণাবেক্ষন।

৫) সরকারি পর্যায়ে দক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রোফেশনাল সৃষ্টির লক্ষ্যে আইসিটি সার্ভিস সৃষ্টি। ৬) দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৭) সরকার ও জনগণের সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ।

৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ও প্রমিতকরণ প্রস্তুতকরণ।

৯) আইসিটি সেবা ও পণ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্টার-অপারেবিলিটি সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ। ১০) গবেষণা, নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

এই বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন জুনাইদ আহ্মেদ পলক আর সচিব হিসেবে আছেন শ্যাম সুন্দর সিকদার। যিনি একজন বহুমাত্রিক লেখক ও গবেষক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বনমালী ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব। তিনি গত ৬ মার্চ ২০১৬ মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সদালাপী এবং দায়িত্বশীল এই মানুষটি সততার সঙ্গে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। তিনি পঞ্চগড় ও কুষ্টিয়ার ডিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টিকিউআই-২ প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন। তিনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর এবং দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বনমালী ভৌমিক জানান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দেশের ২০০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করেছে। এই ল্যাবের নাম হবে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব। তিনি আরও জানান, কম্পিউটার শিক্ষা সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা এবং ভাষাগত দক্ষতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা। স্থানীয় সাইবার কেন্দ্র স্থাপনে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা। এসএসসি ও এইচএসসি স্তরে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষাকে উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত করতে কম্পিউটার ব্যবহারে state-of-the-art সুবিধা প্রদান করা। ভাষানির্ভর ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য কর্মদক্ষতাকে ত্বরান্বিত করতে ল্যাব স্থাপন করে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাই হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ ল্যাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তিনি আরও জানান আগামীতে প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে ডিজিটাল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর প্রধান থাকবেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেকার তরুণরা আউটসোর্সিং করে উপার্জন করতে পারবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে যে সুফল আসবে– তৃণমূল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও এনিমেশন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ৯টি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে। বিদেশি ভাষা শিক্ষার ফলে ফ্রিল্যান্সিং এবং বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে। দেশে বিদ্যমান ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ভাষা প্রশিক্ষকগণ নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।কম্পিউটার ল্যাব সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে। দেশব্যাপী পর্যাপ্ত পরিমাণে কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি হবে।

ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান ভাষাগত অদক্ষতাজনিত বাধাসমূহ কমে আসবে। আন্তর্জাতিক ভাষায় পারদর্শী তরুণ-তরুণীরা ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিংয়ের বাজারকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আশা রাখি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাবে।